Released 24-8-1951

নিউ থিয়েটার্স (ইষ্টার্ন) ডিষ্ট্রিবিউটার্সের

নিবেদন

৺ইন্দিরা দেবীর

স্পর্শমনি

S.D Ey-5

নিউ থিয়েটার্স (ইষ্টার্ণ) ডিস্‌ট্রিবিউটার্সের নিবেদন

৺ইন্দিরা দেবীর

স্পর্শমণি

চরিত্রে : দেবযানী, চন্দ্রাবতী, কবিতা, শোভা সেন, রমা, ছবি,
মঞ্জু ব্যানার্জ্জী, বেলারাণী, বেলা বোস,
প্রদীপ কুমার, অহীন্দ্র, মনোরঞ্জন, ধীরাজ, করুণ কুমার, কমল মিশ্র, জহর রায়, জীবেন, তুলসী, বাণীব্রত, বীরেশ্বর, কেষ্ট দাস, সুরেন দাস, ললিত চট্টো, প্রভৃতি

——— : সংগঠনে : ———

প্রযোজনা : হেমচন্দ্র চন্দ্র। পরিচালনা ও আলোক চিত্র : সুধীন মজুমদার।
সঙ্গীত তত্ত্বাবধানে : রাইচাঁদ বড়াল। সহযোগী চিত্রশিল্পী : শৈলজা চট্টোপাধ্যায়
শব্দযন্ত্রী : মণি বসু। শিল্প-নির্দ্দেশক : সুধেন্দু রায়। সম্পাদক : চারু ঘোষ।

চিত্র-নাট্য ও সংলাপ : বিনয় চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণী মুখোপাধ্যায়।
দৃশ্য সংগঠন : পুলিন ঘোষ। রসায়নাগারিক : পঞ্চানন নন্দন।

গীতকার : বিমল ঘোষ। নৃত্য পরিকল্পনা : বেলা বোস।
শিল্পী সংগ্রাহক : বীরেন দাস। পারিপার্শ্বিক দৃশ্যাঙ্কনে : রাম চন্দ্র সাণ্ডে।
ইউনিট ম্যানেজার : কেষ্ট হালদার। ব্যবস্থাপক : ছবি ঘোষাল।

: সহকারী বৃন্দ :

পরিচালনায় : বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়, এস, এম, আইয়ুব। সুর শিল্পে : জয়দেব শীল
হরিপদ চট্টোপাধ্যায়। চিত্র শিল্পে : দুর্গা রাহা, সুশান্ত মিত্র।
শব্দ যন্ত্রে : কার্ত্তিক পাঠক। রসায়নাগারে : বলাই ভদ্র, অবনী মজুমদার,
তারাপদ চৌধুরী, সত্যেন বসু। দৃশ্য সংগঠনে : মোহিনী মজুমদার।
রূপ সজ্জায় : মদন পাঠক, নারায়ণ মজুমদার। সাজ সজ্জায় : যতীন কুণ্ডু।
শিল্প-নির্দ্দেশনায় : রবীন চট্টোপাধ্যায়, প্রহ্লাদ পাল। স্থির চিত্রে : দীনেস দাস।

শিল্পী সংগ্রহে : ধীরেন দাস, গৌর দাস।

ব্যবস্থাপনায় : খগেন হালদার, মনোজ মিত্র।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : শ্রীজলু বড়াল, মিঃ এস্ ব্যাণ্ডো, মিঃ কারলেণ্ডার,
মেসার্স ইউ, এন, ধর এণ্ড কোং, দি নিউ থিয়েটার্স লিঃ।

আর সি এ শব্দ যন্ত্রে গৃহীত।

পরিবেশক : সুবারবান্ এক্‌সিবিটার্স লিঃ

মূল্য দুই আনা।

স্পর্শমণি

(কাহিনী)

জমিদার রুদ্রকান্তের প্রিয়তম ভ্রাতুষ্পুত্র সতীনাথ। মধুর স্বভাবগুণে সতীনাথ সকলেরই প্রিয়, অপ্রিয় শুধু পিসতুতো ভাই মুরারীমোহনের কাছে।

রুদ্রকান্তের বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সতীনাথকে মুরারীমোহন ঈর্ষা না করে পারে না এবং সকল সময়ই মুরারীমোহন সুযোগ খোঁজে কি করে কি উপায়ে সতীনাথের কোনও দোষ ত্রুটী মামাবাবু রুদ্রকান্তের কাছে প্রমাণ করবে।

সুযোগ এল—অপ্রত্যাশিত ভাবে।

সামনের বাড়ীর কলেজে পড়া মেয়েটির সঙ্গে সতীনাথকে কথা বোলতে দেখে মুহূর্ত্তে মুরারীমোহন তার কার্য্য পদ্ধতি ঠিক করে ফেলল।

রুদ্রকান্তের কাছে সত্য-মিথ্যায় জড়িয়ে কল্যাণী ও সতীনাথের নামে অনেক কথাই সে বল্ল এবং উপযুক্ত পুরস্কার পেলে সে যে কৌশলে সতীনাথ ও কল্যাণীকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে, এ আশ্বাস দিতেও ভুললো না।

রুদ্রকান্তও তাই চান; যে সতীনাথের ওপর তিনি তাঁর জীবনের সমস্ত স্নেহ ঢেলেছেন তাকে যে একটা ইংরিজি পড়া মেয়ে এসে তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে, এ চিন্তাও তাঁর কাছে অসহ্য। ছেলের বিয়ে দিতে হয়, তিনি নিজে

দেবেন; কিন্তু ছেলে নিজে পছন্দ করে বিয়ে করবে? অসম্ভব।

"যেমন কোরেই হোক এ বিয়ে তোমায় বন্ধ করতেই হবে মুরারীমোহন, আর তার জন্য উপযুক্ত পুরস্কারও তুমি পাবে" এই হোল রুদ্রকান্তের আদেশ সুতরাং মুরারীমোহনের ষড়যন্ত্রে সতীনাথকে জরুরী প্রয়োজনে মহাল দেখতে যেতে হোল সুদূর পল্লীগ্রামে, আর কল্যাণীকে মুরারীমোহন মিথ্যে খবর দিল যে রুদ্রকান্তের আদেশমত সতীনাথ পল্লীগ্রামে গিয়েছে বিয়ে কর্ত্তে।

এদিকে পল্লীগ্রামে সতীনাথকেও মিথ্যে খবর পাঠাল যে এক সিভিলিয়ানের সঙ্গে কল্যাণীর বিয়ে হয়ে গেছে।

কল্যাণীর বিয়ের মিথ্যে খবর পেয়ে সতীনাথ জ্বলে উঠল। কেমন করে এই প্রতারণার প্রতিশোধ নেওয়া যায়?

বিদ্যুতের মত বন্ধু মঞ্জুভূষণের সর্তক-বাণী তার মনে পড়ে গেল ও সব লেখা পড়া জানা মেয়েরা সব **Flirt** হে **Flirt**! ... ... বিয়ে কর্ব্বেত বল, একটি খুব ভাল মেয়ে আমার সন্ধানে আছে।

সতীনাথ মনস্থির করে ফেলল হ্যাঁ, বিয়েই সে কর্ব্বে। এবং এই মেয়েটিকেই। এদিকে সতীনাথের ব্যবহারে আহতা কল্যাণী ও তার মা এসেছেন গুরুগৃহে শান্তির আশায়; সেখানে গুরুদেবের নাতনী উমারও বিয়ে।

উমার দিদি অন্নপূর্ণা বল্ল—শুধু কনে সাজান নয় কল্যাণী, বরাসন, মণ্ডপ সবই তোকেই সাজাতে হবে তোর মত সুন্দর করে সাজাতে পার্ব্বে কে?

ফুলের তোড়া দিয়ে বরাসন সাজাতে গিয়ে কল্যাণী চমকে উঠল। বরের বেশে এ কে? সতীনাথ না? সর্ব্বনাশ! সতীনাথ তাকে দেখে ফেলেনিত! না! সকলের অলক্ষ্যে কল্যাণী মণ্ডপ থেকে বেরিয়ে এল।

রুদ্রকান্ত কিন্তু সতীনাথের এ বিবাহকেও মনের সঙ্গে মেনে নিতে পারলেন না। 'একটা টুলো পণ্ডিতের ঘরের মেয়ে সে হবে আমার পুত্রবধু? ছিঃ।' বোনকে ডেকে—বল্লেন আমার সামনে ওকে কখনও আসতে দিবি না, "থাক দাক, এক পাশে ঝিয়ের মতন পড়ে থাকুক" পিসীমা কিন্তু প্রথম দর্শনেই উমাকে ভালবেসেছেন; এ বিবাহে তাই তাঁর উৎসাহের অন্ত নেই।

সুন্দর করে ফুল দিয়ে ঘর আর উমাকে সাজিয়ে তিনি ডাকতে গেলেন সতীনাথকে। ফুলশয্যার রাত; আর কত দেরী কর্ব্বে সতীনাথ ঘরে আসতে! কিন্তু কোথায় সতীনাথ?

মুরারীর ঈর্ষার অনলে সে ঘৃতাহুতি দিয়েছে। নব-বিবাহিতা স্ত্রী নিয়ে সতীনাথ যদি সুখী হয়, তাহলে কি দরকার ছিল এত কাণ্ড করবার।

না, কিছুতেই তা মুরারী হতে দিতে পারে না। তাই ফুলশয্যার রাতে সতীনাথকে একান্তে ডেকে মুরারী সত্য প্রকাশ করে দিল—কল্যাণী আজও অবিবাহিতা, আর তোমারই জন্য!

কল্যাণী আজও অবিবাহিতা!

অনুতাপে সতীনাথের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেল।

নবাবিবাহিতা পত্নীকে তাই শুধু সে বলতে পারল—এই ঘর-দুয়ার টাকাকড়ি সব রইল, যা তুমি চাইবে সব পাবে, শুধু আমাকে তুমি কোনও দিন চেয়োনা।

পরের দিনই পিসীমার অজস্র অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করেই সতীনাথ দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে গেল।

এদিকে গুরুগৃহে কল্যাণীর দিন শান্তিতে কাটলেও সুখে কাটে না। দুরন্ত যক্ষা তাকে দিন দিন একটু একটু করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—তাতে কল্যাণীর দুঃখ নেই, শেষের দিনের জন্য সে

প্রস্তুত হয়েই আছে কিন্তু শুধু যদি সে সতীনাথকে সুখী দেখে যেতে পারত।

মুরারীর কাছে সে খবর পেয়েছে সতীনাথ উমাকে নিয়ে সুখী হয়নি। ছন্নছাড়ার মত সতীনাথ পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ঘরে তার পরিত্যক্তা নির্য্যাতিতা স্ত্রী উমা।

মৃত্যুশয্যায় শায়িতা কল্যাণী——তার শেষ আশা, সতীনাথকে শেষ মুহূর্ত্তে একবার দেখবে, শুধু চোখের দেখা, জেনে যাবে যে সে উমাকে সুখী করেছে, সুখী হয়েছে।

কল্যাণীর আশা কি পূর্ণ হবে? উমা কি তার স্বামীকে ফিরে পাবে?

—দেখুন……

কল্যাণীর গান

কার বাঁশী বাজে মোর হৃদয়ে সুরে সুরে সুরভিত ছন্দ,
কার হিয়া পরশে হিয়া মোর, নিরজনে পুরালো আনন্দ।
বায়ু ভরে কম্পিত মর্ম্মর, কার লাগি বিহ্বল অন্তর,
নিরবিত প্রণয়ের দেউলে, কার লাগি চঞ্চল গন্ধ ॥
বাসনার দীপ জ্বালা নিশিথে, একাকিনী জাগে নিশি গন্ধা।
কুহু গানে মুখরিত ফাগুনে, উদাসিনী কাঁপে মধু ছন্দা ॥
কার মালা কে লয়েছে কণ্ঠে, কুসুমিত প্রাণের বসন্তে
কার গানে শিহরিছে বনানী, চাঁদ জাগে নিশীতে অতন্দ্র ॥

গান : শ্রীবিমল ঘোষ।

● ● ●

গ্রাম্য-সঙ্গীত

তাক্ ধিনা ধিন্ তাক্ ধিনা ধিন্—কুর কুর কুর কুর
ঠক্ চাতুরীর ঘুরুন চাকি ঘুরতেছে ঘুর ঘুর —
এই দুনিয়ার ভেলকী বাজী—চলছে কেবল ফেরেপ বাজী
হক্ কথাটী কইলেরে ভাই যায়না কারুর কানে
হেথায় চলছে সবাই বজ্জাতী, আর প্রবঞ্চনার টানে।
দিনকে সবাই রাত করে দেয়—শুন্যে কেবল কেল্লা বানায়,
বাক-চাতুরীর ফুল-ঝুরিতে চক্ষে লাগায় ধাঁধা—
আর ঢাক্ পিটিয়ে মিথ্যাচারের চলছেরে সুর্ সাধা।
জানি রে ভাই, জানি জানি বক্‌বিড়ালের তত্ত্বজ্ঞানী
বাঁদের শোকে সাঁতার পানি বহে সাপের চোখে
(রাজ বাবু শুনুন—বাঁদের শোকে সাপের চোখ দিয়ে পানি ঝরতেছে)
কেবল তত্ত্ব কথা ধাপ্পাবাজী চলছে মরলোকে।
সুখ্ সুবিধে খুজছে সবাই মানুষ ধরে চালায় জবাই—
জীবের ডগায় শানিয়ে রাখে মিষ্টি কথার ছুরি—
আর তেলা মাথায়, তেল দিয়ে সব, করে ভাবের ঘরে চুরি ॥

গান : শ্রীবিমল ঘোষ।

সম্পাদক—শ্রীহেমন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় (নিউ থিয়েটার্স)
শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ৮৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
হইতে প্রকাশিত ও ৪১ নং সিকদার বাগান ষ্ট্রীট, দি বেঙ্গল
আর্ট প্রেস লিঃ হইতে শ্রীচণ্ডী চরণ সান্যাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য্য

স্বাস্থ্যই সৌন্দর্য্যের আকর

স্নো, ক্রীম, পাউডার, রুজ, লিপষ্টিক প্রভৃতি সৌন্দর্য্যচর্চার বিভিন্ন উপাদান ত্বকের চটক বাড়ায় মাত্র—দেহের প্রকৃত, সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে ইহারা অক্ষম। কারণ দীপ্ত স্বাস্থ্য এবং পরিপূর্ণ জীবনীশক্তিই প্রকৃত সৌন্দর্য্যের ভিত্তি। নিয়মিত স্বাস্থ্যচর্চা ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করুণ।

বিশুদ্ধ লক্ষ্মী মার্কা ঘৃত
TRADE MARK
লক্ষ্মী
গাওয়া

লক্ষ্মী ঘি

বিশুদ্ধ. পবিত্র ও পুষ্টিকর

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী
৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা

জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০।